হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ৫১৩/২০০৬

মোঃ মনোয়ার হোসেন

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানীর এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রংপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৪(১)/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট , পীরগঞ্জ, রংপুর কর্তৃক জি, আর, মামলা নং-৫২/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৮.০২.৮৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

“বাদীপক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ স্থানীয় সোনালী ব্যাংক,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পীরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর ম্যানেজার জনাব গোলজার রহমান গত ইং ৫.০৫.৮৫ তারিখে স্থানীয় পীরগঞ্জ থানায় একটি লিখিত এজাহার করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত ২৪.০৫.৮৫ ইং তারিখে উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে অত্র মামলা রুজু করেন। এজাহারের বিবরনে প্রকাশ আসামী মোঃ মনোয়ার হোসেন উক্ত ব্যাংকের একজন ক্যাশ ক্রেডিট বরোয়ার (cash credit Borrower) আসামী উক্ত ব্যাংক থেকে তিন লক্ষ টাকা লোন নেন। এই টাকার মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা 'Pledge এবং ৫০ হাজার টাকা Hypothecation এ দেওয়া হয়েছিল ১৯৮৪-৮৫ সনে পাট ক্রয়ের নিমিত্তে। Security হিসেবে ৩১০ বোন পাট আসামীর নিজস্ব গোডাউনে ছিল। গোডাউনের চাবি ব্যাংকের নিকট থাকতো। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আসামী গোডাউন হইতে পাট বিক্রয় করতে চাহিলে পাটের মূল্য ব্যাংকে জমা দিয়া সরবরাহ আদেশ নিয়া সেই পরিমান পাট বিক্রয় করতে পারবে। কিন্তু আসামী ব্যাংকে কোন টাকা জমা না দিয়া এবং কোন সরবরাহ আদেশ না নিয়া ব্যাংকের তালা ভাংগিয়া ব্যাংকের অজ্ঞাতসারে ঐ পাট বিক্রয় করেছে। গত ইং ৩০.০৩০৫ তারিখে ম্যানেজার সাহেব গোডাউন পরিদর্শনে গিয়া দেখতে পান যে গোডাউনের তালা ভাংগা এবং গোডাউনে পাট নাই। এতে ব্যাংকের ২,৭৯,০০৮/২০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ টাকা সুদসহ গত ৩১.০৩.৮৫ তারিখ পর্য্যন্ত আসামীর নিকট ব্যাংকের পাওনা ছিল। আসামী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ডাঃ হারুন আল রহিম, মিঃ ইদ্রিস আলী আসামীর বড়ভাই মাহফুজুর রহমান, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ এর উপস্থিতিতে ঘটনার কথা স্বীকার করেন এবং ইং ০৩০৫.৮৫ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের প্রাপ্য সমুদয় টাকা পরিশোধ করার অংগীকার করেন এবং সেমর্মে একটি অংগীকার নামা লিখে এবং একটি এফিডেভিট দেন। কিন্তু সে ব্যাংককে কোন টাকা দেয়নি। গত ০৪.০৫.৮৫ তারিখে ম্যানেজার সাহেব আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করে টাকা পরিশোধের কথা বললে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। এজাহার পেয়ে মামলা রুজু করার পর থানার দারোগা জনাব আনছার আলী সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের নকশা অংকন করেন, ইনডেক্স তৈরি করেন। আলামত পরিদর্শন করেন। আলামত সীজ করে, সীজার লিষ্ট প্রস্তুত করেন, কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪০৬/৪৬১ ধারার অপরাধের চার্জসীট দাখিল করেন। আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪০৬/৪৬১ ধারার অপরাধের অভিযোগ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গঠন করা হয়। অভিযোগ গঠন করে পড়ে বুঝিয়ে দিলে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে এবং বিচার চায়।
		বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা শেষে আসামীকে কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার চায় এবং সাফাই সাক্ষী দিবে বলে জানায় এবং ফিরিস্তি মূলে কিছু কাগজপত্র দাখিল করে। পরে আসামীপক্ষ ৩ জন সাফাই সাক্ষী দেয়। বাদীপক্ষ তাদের জেরা করে।
		বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা ও সাফাই সাক্ষীদের জবানবন্দীর আলোকে আসামী পক্ষের বক্তব্য হচ্ছেঃ
		১। তারা (ব্যাংকের লোক) তালা ভেংগেছে এবং পাট নিয়েছে।
		২। আসামীকে ভুল বুঝিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে এ্যাফিডেভিট নেওয়া হয়েছে।
		৩। আসামীকে অপদস্ত করার জন্য এমামলা করা হয়েছে।
		৪। ব্যাংকের ম্যানেজার শ্রমিক ভাড়া করে নিয়ে এসে গুদামের পাট লোনী আসামীর অনুমতি ছাড়াই বের করে নিয়া যায় এবং বিক্রয় করে এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা নিয়া ম্যানেজার সাহেব আসামীর নিকট প্রাপ্য টাকা ওয়াশিল করেছেন।
		৫। আসামী কর্তৃক গুদামের তালা ভাংগার ঘটনা মিথ্যা।
		বিচার্য্য সূত্র
		১। আসামী কথিত ব্যাংকের ক্যাশ ক্রেডিট বরোয়ার ছিল কিনা এবং কথিত তিন লক্ষ টাকার লোন নিয়েছিল কিনা?
		২। সিকিউরিটি হিসাবে ৩১০ বোন পাট ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ ছিল কিনা?
		৩। আসামী কথিত ব্যাংকের সাথে কোন আইনগত চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল কিনা?
		৪। উক্ত পাট আসামীর নিজস্ব গুদামে ছিল কিনা? এবং উহা তালাবদ্ধ ছিল কিনা?
		৫। আসামী অসৎ উদ্দেশ্যে বা ব্যাংকের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে গুদামের তালা ভেংগেছে কিনা?
		৬। আসামীর প্রতি বিশ্বাস করে ব্যাংক উক্ত পাট আসামীর হেফাজতে গচ্ছিত রেখেছিল কিনা?
		৭। আসামী উক্ত পাট আত্মসাৎ করেছে কিনা?
		৮। যদি করে থাকে, তবে আসামী উহা ব্যাংকের সাথে কোন

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনগত চুক্তি খেলাফ করে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে করেছে কিনা? ৯। আসামী পক্ষের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য কিনা? **<u>সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u>** মোকদ্দমা প্রমানের জন্য বাদী পক্ষ মোট ৩ জন সাক্ষী দিয়াছে। তন্মধ্যে ১নং সাক্ষী সংবাদদাতা ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব গোলজার রহমান সরকার। ২নং সাক্ষী মোঃ ইদ্রিস আলী। তিনি কথিত সোনালী ব্যাংকের একজন ক্যাশ ক্রেডিট বরোয়ার। ৩নং সাক্ষী আনছার আলী (অপাঠ্য) মোকদ্দমা তদন্ত করেছেন। বাদীপক্ষ আলামত হিসাবে সীজকৃত দলিল সাক্ষ্যাদি দাখিল করে প্রমান করেছে। আসামী পক্ষ তাদের বক্তব্যের সমর্থনে ৩ জন সাফাই সাক্ষী দিয়েছে। তাদের মধ্যে ১ নং সাফাই সাক্ষী মহিরউদ্দিন, ২ নং সাফাই সাক্ষী মফিজ উদ্দিন ও ৩ নং সাফাই সাক্ষী নায়েব আলী। এরা তিনজনই শ্রমিক। কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে আসামীকে পরীক্ষা করেন। ফিরিস্তি মূলে কিছু কাগজপত্র (ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ) দাখিল করেছে। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সুবিধার জন্য বিচার্য্য সূত্র গুলি একই সংগে আলোচিত হলো কারণ সুত্রগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ১নং সাক্ষী ম্যানেজার গোলজার রহমান সরকার তার আরজির বর্ণিত বক্তব্য সমর্থন করে জবানবন্দীতে বলেছেন যে, তিনি এ আসামীকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্লেজ (pledge) এবং ৫০ হাজার টাকা হাইপথেক্যাশন (Hypothecation) এ লোন দিয়াছেন। এ টাকা ১৯৮৪-৮৫ সালে পাট ক্রয় করার নিমিত্তে দেওয়া হয়েছিল। Security হিসাবে ৩১০ বোন পাট আসামীর নিজস্ব গুদামে ছিল। গুদাম টাকা সোনাকান্দা মৌজায় আসামীর বাসা সংলগ্ন। গুদামের চাবি ব্যাংকে থাকতো। যে পরিমান পাট আসামী borrower হিসাবে বিক্রয় করতে চান তার মুল্য বাবদ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে এবং ব্যাংকের নিকট হতে সরবরাহ আদেশ (delivery order) নিতে হবে। সরবরাহ আদেশ না নিয়া সে গুদাম হতে কোন পাট বিক্রি করতে পারবে না। গত ৩১.০৩.৮৫ তারিখ পর্যন্ত আসামীর নিকট ব্যাংকের পাওনা ছিল ২,৭৯,০০৮/২০ টাকা আসামী ব্যাংকের টাকা জমা না দিয়া এবং ব্যাংকের অনুমতি না নিয়া গুদামের তালা ভেঙ্গে সমস্ত পাট বিক্রী করেছে। ১নং সাক্ষী গত ৩০.০৩.৮৫ তারিখে গুদাম পরিদর্শনে যান এবং দেখতে পান যে গুদামের তালা ভাংগা এবং গুদামে কোন পাট নাই। ১ নং সাক্ষী স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি যথা হারুন আল রহিম, ইদ্রিস আলী, আসামীর বড় ভাই মাহফুজার রহমান, আবু হোসেন সরকারকে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনার কথা বলেন। সেদিন ১নং সাক্ষী আসামীকে খুজে পাননি। এসব সাক্ষীদের সামনে আসামী ঘটনার কথা স্বীকার করে, টাকা পরিশোধের এক মাসের সময় চায় এবং একটি লিখিত অংগীকার পত্র (Ext. 1) দেয় এবং আসামী এ মর্মে একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি এফিডেভিট (Ext. 2) করে। ১নং সাক্ষী ইং ৪.০৫.৮৫ তারিখে আসামীর সাথে দেখা করেন এবং তখন আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। ১নং সাক্ষী তারপর ০৫.০৫.৮৫ তারিখে এজাহার (Ext. 3) করেন। তিনি আসামীর সহিত লেনদেশের চুক্তির ব্যাপারে ব্যাংকের কাগজপত্র (Ext. 4) series (1 to 9) দাখিল করেন।
		১নং সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি আসামীকে গুদামের তালা ভাংগতে দেখেন নাই। তিনি আরও বলেন যে আসামী স্বীকার করেছে যে সে গুদামের তালা ভেঙ্গেছে। এ বন্দরেই (পীরগঞ্জ) আসামীর বাড়ী এবং তার বাড়ীর সামনেই পাটের গুদাম। আসামী টাকা দিতে রাজী আছে, তারাই (১নং সাক্ষীরাই) তালা ভেংগে পাট নিয়েছে, আসামীকে ভুল বুঝিয়ে এভিডেভিট করিয়েছে। তার (১নং সাক্ষীর) লোকজন এ পাট চুরি করে নিয়েছে এবং আসামীকে অপদস্ত করার জন্য এ মামলা করা হয়েছে আসামী পক্ষের এ সমস্ত সাজেশন ১ নং সাক্ষী অস্বীকার করেছেন।
		২নং সাক্ষী মোঃ ইদ্রিস আলী ১নং সাক্ষীর জবানবন্দীর বর্ণনা সমর্থন করে তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে আসামী কর্তৃক তালা ভেংগে পাট বিক্রীর কথা ১ নং সাক্ষী তার নিকট বলেছেন এবং সে সময় আসামী নিজে, মাহফুজার, আবু হোসেন সরকার এরা সবাই উপস্থিত ছিল। তারা তখন আসামীকে ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করায় আসামী তাদের সামনে ঘটনার কথা স্বীকার করে এবং একটি অংগীকার নামা দেয় যাতে আসামী ঘটনার বিষয়ে স্বীকার উক্ত করেছে এবং তাতে সই করেছে। এ সাক্ষী তাতে সহি করেছেন এবং হারুন আল রহিম আবু হোসেন সরকার প্রভৃতি সই করেছেন। এ সাক্ষী জেরায় বলেছে যে স্বীকার উক্তিতে আসামীর সহি দেওয়ার সময় আসামীকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়নি। চাপ সৃষ্টি করে টাকা আদায় করার জন্য এ মামলা করা হয়েছে। এবং সোনালী ব্যাংকের একজন cash credit borrower বলিয়া ম্যানেজার সাহেবের কথামতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আসামী পক্ষের এসব সাজেশন তিনি অস্বীকার করেছেন।
		৩নং সাক্ষী দারোগা আনছার আলী। তিনি FIR Form (Ext. 5) সীজার লিষ্ট (Ext. 6) Index (Ext. 7) প্রমান করেন।
		তিনি জেরায় বলেছেন তদন্ত কালে আসামী মনোয়ার তার নিকট

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বীকার করেছেন যে ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই তার টাকার দরকার হওয়ায় গুদামের তালা ভেংগে পাট বিক্রি করেছে। এ কথা আসামী তার নিকট গত ২৮.০৬.৮৫ তারিখে বলেছে। তিনি জেরায় আরো বলেন "আমি টাকার প্রয়োজন হওয়ায় গুদামের তালা ভাংগিয়া পাট বিক্রি করিয়াছি" এ মর্মে আসামী মনোয়ার রংপুর কালেকটরেটের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমা বেগমের নিকট এফিডেভিট করে এবং তদন্তকালে ইহা তিনি সীজ করেন ও কোর্টে দাখিল করেছেন। ব্যাংকের ম্যানেজার শ্রমিক ভাড়া করে নিয়ে এসে গুদামের পাট লোনী আসামীর অনুমতি ছাড়াই বের করে নিয়া গিয়া বিক্রয় করে ঐ পাট বিক্রয় লব্দ টাকা দিয়া ম্যানেজার সাহেব আসামীর নিকট প্রাপ্য লোনের টাকা ওয়াশিল করেছেন, আসামী কর্তৃক তালা ভাংগা ঘটনার কথা মিথ্যা, বাদী (১নং সাক্ষী) নিজেই গুদামের তালা ভেংগে সেকেন্দার, নওশা, মফিজ ও আরও অজানা শ্রমিক নিয়ে এসে গুদামের পাট নিয়ে গিয়াছে, আসামীকে ভয় দেখিয়ে এফিডেভিট করানো হয়েছে, আসামী গুদামের তালা ভাংগে নাই, তিনি ঠিকমত তদন্ত করেন নাই আসামী পক্ষের এসব সাজেশন এ সাক্ষী অস্বীকার করেছেন। D.W. 1 মহির উদ্দিন তার জবানবন্দীতে বলেছে সে আসামীকে চেনে। গুদামটা আসামীর। আসামী মনোয়ার নিজে পাট খরিদ করে এ গুদামে পাট রাখে। গত চোত মাসের ৭ তারিখে ব্যাংকের লোক এসে গুদামের তালা খুলে দেয় এবং পাট গুলো ব্যাংকের লোক মফিজ এবং অন্যান্য শ্রমিক দিয়ে লোড করে। আসামী মনোয়ার গুদামের তালা খোলে নাই বা কোন শ্রমিক ডেকে আনে নাই। ডি,ডব্লিউ-২ মফিজ তার জবানবন্দীতে বলে সে মনোয়ার কে চিনে। তার গুদাম ও সে চেনে। সেই গুদামে পাট ছিল। আসামী মনোয়ার তাদের ডেকে নিয়ে আসে পাট লোড করার জন্য এবং ব্যাংকের পিওন এসে গুদামের তালা খুলে দেয়। ১ম দিন তারা এক ট্রাক ও তার পরে দুই ট্রাক লোড করে। ব্যাংকের দারোয়ান গুদামের তালা খুলে দেয়। ডি, ডব্লিউ-৩ নায়েব তার জবানবন্দীতে বলে সে আসামী মনোয়ারকে ও তার গুদাম চেনে। এ গুদামে পাট ছিল। মনোয়ারা এ পাট রাখে। ব্যাংকের লোক আসে। আসামীও ছিল। ব্যাংকের লোক তালা খুলে দেয় তারা পাট লোড করে। D.W. 1 জেরায় বলেছে যে পাটটা সোনালী ব্যাংকের কাছে বন্ধক ছিল। সে ব্যাংকের লোক চেনে না বা নাম জানে না। ২টি ট্রাক বেলা ৪টার দিকে তারা লোড করে। একটা ট্রাকে কত মন পাট লোড করে তা সে বলতে পারে না। গুদামে সে রায় নাই বা কোন পাটছার করে নাই একথা এ সাক্ষী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জেরায় অস্বীকার করেছে। ডি, ডব্লিউ-২ জেরায় স্বীকার করে সে ডি, ডব্লিউ-১ মহিরকে চেনে। এ মহির তাদের সাথে দুই দিনই ছিল। ডি, ডব্লিউ-৩ নায়েব ও তাদের সাথে ঐ দিন কাজ করে। ট্রাকে তারা ১ম দিন ২টার দিকে এবং পরের দিনেও ২টার দিকে লোড করার কথা সে বলে। ব্যাংক থেকে কোন লোক গিয়া গুদামের তালা খুলে দেয় নাই একথা এ সাক্ষী জেরায় অস্বীকার করেছে।
		ডি, ডব্লিউ-৩ জেরায় স্বীকার করেছে যে আসামীর বাড়ীর সাথে (অপাঠ্য) পাটের গুদাম। ব্যাংকের কোন মানুষ যায় সে তা জানে না। ব্যাংকের পিওন যায়, সাহেব যায়নি। সে জেরায় আরও বলে ২দিন ৪টি ট্রাক লোড দেওয়া হয়। ১ম দিনে ২টি এবং পরের দিনে ২টি। ৪ খান ট্রাক লোড করার সময় সাক্ষী মহির ও মফিজ ছিল। ব্যাংকের কোন লোক গুদামের তালা খুলে দেয়নি। আসামী তালা ভেংগে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা মাল চুরি করে বিক্রি করেছে এবং এ মাল বিক্রি করা সম্বন্ধে ব্যাংকের লোক কিছুই জানে না-বাদী পক্ষের এসব সাজেশন এ সাক্ষী জেরায় অস্বীকার করেছে।
		সাফাই সাক্ষীদের পরস্পর অসংগতিপূর্ণ ও বিরোধ উক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ব্যাংকের লোক গিয়া গুদামের তালা খুলে দেয় এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। ঘটনা ঘটেছে ইং ১৯৮৫ সালে অথচ ১ নং সাফাই সাক্ষীর মতে ঘটনার সময় গত চোত মাসে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে। তারা আদৌ পাট লোড করেছে কিনা এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমান পাওয়া যায় না। তবে তাদের সাক্ষ্যে একটা বিষয় প্রমাণিত যে আসামীর নিজস্ব একটি গুদাম তার বাড়ী সংলগ্ন খুলিতে আছে এবং উক্ত গুদামে পাট ছিল এবং ঐ পাট কথিত সোনালী ব্যাংকের নিকট বন্ধক ছিল এবং সে পাট সে বিক্রী করা হয়েছে সে বিষয়েও এ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে প্রমার পাওয়া যায়।
		বাদী পক্ষের সাক্ষীদের মধ্যে ১ নং সাক্ষী বাদে ৩নং সাক্ষী একজন formal স্বাক্ষী ও ২ নং সাক্ষী একজন নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বলে বিশ্বাস করা যায়। ২ নং সাক্ষী বাদীর বক্তব্যের material points সমর্থন করেছে।
		এটা প্রমাণিত যে আসামী সোনালী ব্যাংক, পীরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর একজন cash credit borrower সে উক্ত ব্যাংক থেকে লোন লয় এবং কথিত পাট সে ব্যাংকের নিকট Pledged ছিল সেটাও স্বীকৃত। এবং উক্ত পাট যে আসামীর গুদামে ছিল এটা স্বীকৃত ও প্রমাণিত। Ext. 4 series এ এর সমর্থন ও প্রমাণ মিলে। উপরন্তু আসামীপক্ষ এসব বিষয়ে কোন জেরার মাধ্যমে Challenge করে নাই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষন করলে দেখা যায় আসামী সোনালী ব্যাংক, পীরগঞ্জ শাখা, রংপুর থেকে cash credit borrower হিসাবে ২,৫০,০০০/- টাকা Pledge এবং ৫০,০০০/- টাকা Hypothecation এ মোট ৩,০০,০০০/- টাকা লোন নেয় এবং security হিসাবে ৩১০ বোন পাট তার নিজস্ব গুদামে ছিল। উক্ত গুদাম তালাবদ্ধ ছিল এবং চাবি ব্যাংকের নিকট ছিল। শর্ত ছিল যে আসামী পাট বিক্রী বা হস্তান্তর করতে চাইলে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়া ব্যাংকের সররবরাহ আদেশ (D.O) নিয়া বিক্রী বা হস্তান্তর করতে হবে। ডি, ও না দেওয়া পর্যন্ত পাট বিক্রী বা হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা আসামীর ছিল না। ৩০.০৩.৮৫ তারিখে ১নং সাক্ষী গুদাম পরিদর্শনে যান। তিনি গিয়া তালা ভাংগা দেখেন এবং গুদামে কোন পাট দেখতে পান না। সেদিন তিনি আসামীর দেখা পান নাই। ০৩.০৪.৮৫ তারিখে সাক্ষী হারুন আল রহিম আসামীর বড় ভাই মাহফুজার, সাক্ষী ইদ্রিস সাক্ষী আবু হোসেন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আসামী একটি অংগীকার পত্র ext. 1 লিখে দেয় এবং উক্ত অংগীকার পত্রের সমর্থনে আসামী একটি Affidavit (ext. 2) করে এবং টাকা পরিশোধের জন্য এক মাসের সময় চায়। ০৪.০৫.৮৫ তারিখে ১ নং সাক্ষী আসামীর সাথে সাক্ষাৎ করে টাকার কথা বলে আসামী সমস্ত দায় দায়িত্ব অস্বীকার করে। তখন ১ নং সাক্ষী ০৫.০৫.৮৫ তারিখে থানায় এজাহার ext. 3 করেন। এবং তার ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমা রুজু করা হয়। দারোগা মোকদ্দমা তদন্ত করেছেন। তিনি FIR ফরম ext. 5 সীজার লিষ্ট ext. 6 প্রমান করেন। বাদীপক্ষ প্রয়োজনীয় দলিল পত্র ext. 4 series দাখিল করে তাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করেছেন। কথিত টাকা প্রকারান্তরে কথিত পাটের মালিকানা ব্যাংকের ছিল। গুদামের চুক্তি মোতাবেক দায় দায়িত্ব আসামী নিয়েছে এবং এ মর্মে গত ১৮.০৮.৮৪ তারিখে একটি অংগীকারপত্র ext. 4 series দিয়াছে গুদামে মাল রাখার পর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের দায়বদ্ধ পাটের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব আসামী নিজেই নিয়েছিল। কথিত পাট ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ ছিল না বা গুদামে কোন পাট ছিলনা এ সম্পর্কে আসামী পক্ষ কোন জেরা করে নাই। কথিত ঘটনা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। ঘটনা যে ঘটেছে এটা স্বীকৃত। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা ও সাফাই সাক্ষীদের জবানবন্দীর আলোকে প্রতীয়মান হয় আসামী পক্ষ মাল (পাট) হস্তান্তরের দায়িত্ব Shift করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসামী পক্ষের সাজেশন ও সাফাই সাক্ষীদের পরস্পর অসংগতিপূর্ণ ও বিরোধ উক্তিতে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতীয়মান হয় এ বিষয়ে আসামীপক্ষের বক্তব্য self contradictory আসামীপক্ষ তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে self contradictory বক্তব্যের মাধ্যমে যে অসত্য ব্যাখ্যার অবতারনা করেছে তাতে dishonest intention এর প্রতিফলন ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ ১ নং সাক্ষীকে ও ৩ নং সাক্ষীকে প্রদত্ত সাজেশনের মাধ্যমে ও সাফাই সাক্ষীদের জবানবন্দীর আলোকে উপরোক্ত উক্তির সমর্থন মিলে। আসামী যে ব্যাংকে টাকা দিয়াছে তাদের বক্তব্যে তা প্রতীয়মান হয় না। তারা ফিরিস্তি মূলে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ দাখিল করেছে। কিন্তু এসব সমর্থনমূলক সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে সাক্ষীদের কোন সাজেশন দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ রেকর্ডে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যের কোন প্রতিফলন ঘটেনি। উপরন্তু টাকা জমা দিয়ে সরবরাহ (D.O) নেওয়ার কথা, কিন্তু আসামীপক্ষ কোর্টের সামনে প্রমাণ স্বরূপ কোন D.O দাখিল করতে সামর্থ হয়নি।
		১নং সাক্ষী ঘটনার অর্থাৎ ব্যাংকের তালা ভেংগে মাল হস্তান্তর বা সরানোর কোন নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ করেনি। কারণ স্বরূপ অনুমান করা যায় যে আসামী নিজেই দায়বদ্ধ পাট নিজের গুদামে রেখে উহার রক্ষনাবেক্ষনের দায় দায়িত্ব নিয়েছিল, প্রতিদিন গিয়া দেখার কোন দায়িত্ব ব্যাংকের ছিল না। সুতরাং প্রথম Cause of action শুরু হয় যে দিন ১নং অংগীকার পত্র দেয় ০৩.০৪.৮৫ তারিখে এবং ০৪.০৪.৮৫ তারিখে affidavit করে। ০৪.০৫.৮৫ তারিখে সে টাকার দায় দায়িত্ব অস্বীকার করে।
		কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষাকালে আসামী অংগীকার নামা ext. 1 এবং affidavit (ext. 2) সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে নাই। ভয় দেখিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে ঐ গুলি নেওয়া হলে আসামী (অপাঠ্য) affidavit করে বা থানায় G.D.E করে বা তার ভাইকে সাফাই স্বাক্ষী হিসাবে দিয়ে প্রমাণ করতে পারতো, কিন্তু সে তদ্রুপ কোন পদক্ষেপই নেয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে স্বেচ্ছায় অংগীকারনামা দিয়াছে এবং affidavit করেছে। বাদী পক্ষ দাখিলী দলিলাদি ফটোষ্ট্যাট কপি দিয়া সেগুলি প্রমান করেছে এবং ফটোষ্ট্যাট কপি নেওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা করেছে। উপরন্তু আসামীপক্ষ ঐ গুলির উপর জেরা করেছে, কোন আপত্তি দাখিল করে নাই। বাদী পক্ষের বক্তব্য মৌখিক সাক্ষ্য ও দলিলী সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত।
		আসামী প্রদত্ত অংগীকারনামা (এক্সিবিট-১) এ এফিডেভিট (এক্সিবিট-২) মুলে প্রমান মিলে যে কথিত পাট ব্যাংকের নিকট বন্ধক ছিল,

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সে ব্যাংকের সাথে তার চুক্তির শর্ত ভংগ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অগোচরে উক্ত গুদামজাত পাট গুদামের তালা ভেংগে নিজস্ব জমি জমা ক্রয় করার উদ্দেশ্যে অন্যত্র বিক্রয় করে এবং ০৩.০৪.৮৫ তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে সে ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করবে। এতে সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। তার এ অংগীকার ও এফিডেবিট প্রত্যাখ্যান করা বা প্রমান স্বরূপ গ্রহণ না করার কোন যুক্তি সংগত কারণ আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

অতএব, সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে আমি বিশ্বাস করি বাদী পক্ষ তার মামলা সফল সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে এবং আসামী পক্ষ তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

অতএব, কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে দঃ বিঃ ৪০৬ ও ৪৬১ ধারার অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা গেল। অতএব, আসামী মনোয়ার হোসেনকে দঃ বিঃ ৪০৬ ধারার অপরাধের জন্য ২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দঃ বিঃ ৪৬১ ধারার অপরাধের জন্য ১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ডে ও ৩ (তিন) হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া গেল। উভয় দন্ড ভোগ একটির পর আরেকটি (অপাঠ্য) চলবে। রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করা হলো। রায়ের কপি নথিভূক্ত করা হোক।

স্বা/-অস্পষ্ট
২৮.০২.৮৭
(কাজী আবদুস সোবহান)
১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, পীরগঞ্জ,
রংপুর।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রংপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৪(১)/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ৩০.১১.২০০৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"This appeal at the instance of accused appellant is directed against the judgment order of convictin and sentences dated 28.02.87 passed by ld. Magistrate 1st class Pirganj Rangpur in G.R. case No. 52/85 convicting and sentencing the accused appellant

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		to 2 (two) years rigorous imprisonment and fine Tk. 5000/- only and in default another 6 (six) months rigorous imprisonment U/S 406 of the penal code and also 1 (one) year rigorous imprisonment and fine tk. 3000/- only and in default another 6(six) months rigorous imprisonment u/s 461 of the Penal code. *That prosecutin case in short rests with that accused Md. Monwar Hossain took tk. 3 (three) lacs from Sonali Bank, Pirganj Branch as loan and that as security 310 Bells jute were stored in accused own 'Godown' and that the key of the Godown was kept under said Bank and that as per agreement accused had no authority selling out said jute without the permissin of Bank authority and that accused violating said rule by breaking lock of the said godown' sold out said jutes and that on 30.03.85 Ad Bank manager went for inspection and found the said breaking condition and that accused in presence of respectable persons admitted the guilt and agreed to repay loan money by 3.5.85 and that as such sweared an affidavit but did not fulfil such promise and that later manager requested accused by accused refused payment and that thereafter Ejahar has been lodged and that police investigation the matter in question and submitted charge sheet after full investigation and that Ld. Magistrate framed charge against the accused in person of accused and that the charge was heard and readover and that accused claimed himself innocent and demanded for trial and that prosecution adduced 3 (three) witnesses as P.W. 1-3 and defends examined P.Ws and that after closing the evidence of P.W. accused was examined U/S 342 of the Cr. P.C. and that accused claimed himself innocent and defence*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		adduced 3 (three) Safai witnesses as D.W 1 -3 and that documents marked exbts; as per law and that Ld. Magistrate considering facts, circumstances and evidence on record passed the impugned judgment and order of convictin and sentences and being aggrieved and dissatisfied with present appeal has been preferred stating the Ld. Court below committed wrong both in facts and law and that Ld. Court below was not reasonable believing the evidence of P.Ws and that Ld. Court below was not reasonable disbelieving the evidence of D.Ws and that Ld. Court below failed to consider defence documents and that therefore considering all these prayed for setting aside. The judgment passed dated 28.02.87 AD in G.R. Case No. 52/87. ***Point for determination*** *1. Is the impugned judgment of the Ld. Court below caused tenable and is the appeal to be allowed?* ***Findings and decision*** *That in the instant case offence is labelled agaisnt the accused person for causing criminal breach of trust and dishonestly breaking open receptatble containing property. That in the instant case it is noticed that accused acccepting loan money from Sonali Bank, Pirganj Branch Mortgaged his accused Godown and 310 monds jute and without the permission of Bank authority by breaking lock disposed of said jute dishonestly and committed criminal breach of trust. That on the otherhand defence pleaded with innocence and that case has been filed false only to harass the accused and that the accused did not comit the offence in question. That therefore from these two point of difference is open to*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		us. Now through evidence on record let us make up how far Ld. Court below was reasonable passing the impugned judgment in question with this and in view the evidence on record is discused hereinbelow. *That in the instant case admitted fact rests with that accused Md. Monowar Hossain took loan from the Bank in question and that the loan money was not adjusted by the accused Md. Monowar Hossain. That as the loan money and unpaid money are admitted as we need not discuss anything elaborate as such. That the matter relates with mortgage is also an admitted fact. That the mortgage in question is also an admitted fact and that therefore with alleged mortgage nothing elaborated is required to be discussed. Exbt. No. 1-1/1, 1/2 and 2 are attasted by concerned Bank manager. That the Bank Manager has every authority attesting photostate deeds with reference to original stored in concerned Bank. That the Bank Manager attesting exbt. Nos. 1-1/1, 2/2 and 2 comitted nothing unlawful and exbt. Nos. 1-1/1, 1/2, and 2 are marked Exbts, lawfully. That in exbts. 1-1/1, 1/2 and 2 accused is the executing. That in evidence defence side failed asserting that accused did not execute Exbt. No. 1-1/1, 1/2 and 2. That in Exbt. No. . 1-1/1, 1/2 and 2 accused himself admitted that he (accused) by breaking the lock of the relevants godown sold out the jute in question and that he (accused) did such without the permission of concerned Bank authority and that he (accused) violated the terms of the relevant Bank and that he (accused) committed serious offence and that he (accused) is bound to repay the loan money with interest. That as accused himself executing Exbt. Nos.1-1/1, 1/2 and 2 admitted the matter in question*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		and as exbt. Nos. 1 and 2 are not proved orged and fraudulent and as in evidence accused did not deny him (accused) execution in Exbt. Nos. 1-1/1, 1/2 and 2 and as exbt. Nos. 1-1/1, 1/2 and 2 are not proved illegal and as it is not proved that exbt Nos. . 1-1/1, 1/2 and 2 are created forcefully and as exbt Nos. 2 was executed before a 1st class Magistrate by the accused himself so Ld. Court below believing exbt Nos. . 1-1/1, 1/2 and 2 committed no wrong both in facts and law and also committed no wrong passing the impugned judgment with the strength of exbt. Nos. 1-1/1, 1/2 and 2 and that therefore with exbt. Nos. . 1-1/1, 1/2 and 2 nothing is required to be interfered with and that the impugned judgment warrrants no interference and that exbt. Nos. . 1-1/1, 1/2 and 2 are sufficient (without any oral evidence) passing the impugned judgment and that therefore in fine ld. Below comitted nothing illegal. *That Exbt. Nos. 3-31 (Ejahar) was signed on 5.5.85 Ad by P.W. 1 as informant and the said Ejahar was lodged on 24.05.85 AD before the officer in charge Pirganj thana and that Pirganj Thana rightly on 26.5.85 Ad Placed the matter before Ld. Magistrate pirganj that exbt. Nos. 3-3/1 was drafted supported by Exbt. Nos. 1-1/1 and 3 (executed by accused on 03.04.85 Ad) and Exbt. No. 2 (executed by accused on 3.04.85 AD) and Exbt. No. 2 (executed by accused on 4.4. 85 AD) that as ejahar (exbt No. 3-3/1) was drafted supported by defence executed papers so with exbt. No. 3-3/1 nothing appeared irregular and unlawful and for that also Ld. Court below committed no illegality and hence the impugned warrants (illegible).* *That P.W. 1 (informant) as official witness*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		adducd evidence and P.W. 1 in examination in chief fully corroborated exbt. Nos. 1-1/1, 1/2 that on behalf relevant Bank any officer can addued evidence on submitted documents and with Bank documents personal knowledge is not necessary. That P.W. 1 was examined by defence and on such examination P.W. 1 all asserted procecution case and defence failed asserting that exbt. Nos. 1-1/1, 1/2 and Exbt. No. 2 are all forged documents and not executed by accused. That as P.W. 1 well asserted prosecution case throught documentary evidence and as defence examining P.W 1 failed asserting defence case any thing arguable so the evidence of P.W 1 has every (illegible) and that ld. Court below comitted no wrong believing the evidence of P.W. 1. *That P.W. 2 in his examination in chief stated "গত ০৩.০৪.৮৫ ইং তারিখে ব্যাংকে টাকা লওয়ার জন্য ব্যাংকে যাই। সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেব আমাকে বলেন যে, আসামী মনোয়ার ব্যাংকের অনুমতি না নিয়া তালা ভাংগিয়া পাট বিক্রয় করিয়াছে। আসামীকে তথায় আমরা জিজ্ঞাসা করায় সে আমাদের নিকট ঘটনার কথা স্বীকার করে। সেই সময় আসামী একটি অংগীকার নামা exbt. 1(1) সই দেয় ও তাতে সই 1/1 করে। সেই অংগীকার পত্রে আসামী ঘটনার স্বীকার উক্তিতে আমিও সই এক্সিভিট-২ করেছি, রহিম সাহেব, আবু হোসেন সরকার এরা তাতে সই করে।"* *That with P.W. 2 above qusted statements it is papent that in persence of P.W.2 accused executed Exbt. No. 1-1/1 and Exbt. 2 and accused admitted the guilt in question. That P.W. 2 was examined by defence and on such examination P.W.2 well asserted that accused executed an acknowledgement paper in his (P.S.2) present. That as accused in presence of P.W. 2 admitted the guilt in question and as accused executted an acknowledgement paper in presence of P.W.2 so*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		P.W.2 well proved the allegation in question against accused Md. Monowar Hossain and that therefore Ld. Court below committed no wrong believing the evidence of P.W. 2. *That P.W.3 as investigation officer, adduced evidence. That P.W. 3 in his examination in chief stated clearly what he performed as investigation officer. That P.W. 3 was examined by defence and on such examination P.W.3 strongly denied defence suggestion and affirmed strongly that the charged sheet submitted was not baseless and perfunctory.* *That defence adduced three witnesses D.W. 1-3 and defnce sttempted to assert that relevant Bank officials spened the lack of the Godown and leading juted took away and accused Monowar did not open the lock of the Godown in question that therefore with defnce plea it btought light that the jute in question was removed from the relevant godown. That prosecution with defence executed papers proved well that the relevant notes were removed by accused with out the consent of Bank authority. That D.W. 1 in cross stated "পাটটা সোনালী ব্যাংকের কাছে বন্ধক ছিল একথা আমি শুনেছি, ব্যাংকের কোন লোক ছিল তার নাম জানি না। ব্যাংকের লোক চিনি না। তবে শুনিয়াছি যে, ব্যাংকের লোকই খুলিয়া নিয়াছে।"* *That D.W-2 in his examination in chief stated, "আসামী মনোয়ার আমাদের ডেকে নিয়ে যায় পাট লোড করার জন্য।" That D.W. 3 in cross stated "ব্যাংকের কোন মানুষ যায় জানি না।" That with above quoted statement d.ws have totally failed asserting specifically that the lock of the relevant Godown was spend by relavant Bank staff and moreover with D.Ws it is proved well that D.Ws removed jutes of godown in question under the instruction of accused and Bank office Peon plea*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		appeared vague and baseless. That therefore considering the evidence of D.Ws I am constrained to hold view that defence has failed proving that Bank officials removed the jutes from the relevant godown and that with D.Ws also proved that under accused instruction and accused presence jutes in question were removed from disputed Bank godown and that therefore ld. Court below committed no wrong disbelieving the evidence of D.Ws and hence the evidence D.Ws are not required to be interfered with and as such also the impugned judgment warrants no interference. *In the light of the above discussion in fine it is held easily that prosecution has well proved that accused without the permission of Bank authority removed the relevant jutes from the disputed Godown and that accused admitted that guilt in question by executing deed of acknowledgement and that therefore accused Monowar Hossain comitted offence under section 406 and 461 of the penal code and for that prosecution case succeeds beyond all doubt and that therefore the impugned judgment of the ld. Court below warrants no interference.* *Having given active consideration to the facts, circumstance and evidence on record I am constrained to hold view that the Memo of Appeal is not full of substance and that as the Memo of Appeal is not full of cogent evidence so, the present appeal fails, consequently it is,* ***Ordered*** *That the appeal be disallowed. That the impugned judgment, order of conviction and sentences stand confirmed. That the bail granted by appellate*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		court is cancelled hereby. *Let the LC record be sent down immediately.* *Dictated and corrected by me.* *Sd/-illegible 30.11.2003 (Syed Enayet Hossain) Addl. Sessions Judge, 3rd Court, Rangpur.* *Sd/-illegible 30.11.2003 (Syed Enayet Hossain) Addl. Sessions Judge, 3rd Court, Rangpur.* **স্বীকৃত মতেই আসামী এজাহারকারী ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা। এজাহারকারী এবং আসামীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় এজাহাকারী আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছে। অর্থাৎ চুক্তিগত দায় হতে অত্র ফৌজদারী মোকদ্দমাটির উৎপত্তি।** **লুৎফর রহমান বনাম রাষ্ট্র ও অন্য (৩০ বিএলটি ৪৯৯) মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তিগত দায়-দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার কারনে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী প্রকার কারাদন্ড প্রদান আন্তর্জাতিক আইন এবং সংবিধানের পরিপন্থী। যেখানে চুক্তি ভিক্তিক দায়ের কারনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কারাদন্ড প্রদান করা যায় না সেখানে অত্র ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র এজাহার দায়েরই ছিল সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।** অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, পীরগঞ্জ, রংপুর কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ৫২/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৮৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রংপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৪(১)/৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মামলার আসামী দরখাস্তকারী মোঃ মনোয়ার হোসেন, পিতা-এন্তাজ আলী পাইকার, সাং-পীরগঞ্জ, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুরকে দন্ডবিধির ৪০৬/৪৬১ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।